IQAC-র উদ্যোগে একদিনের জাতীয় স্তরের আলোচনাচক্র

বিষয় : 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যে মধ্যবিত্তের সংকট'

১৮ এপ্রিল ২০১৯, বৃহস্পতিবার

স্থান : জীবনানন্দ সভাকক্ষ (সেমিনার হল)

আয়োজক : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

বিধান চন্দ্র কলেজ, আসানসোল

পশ্চিম বর্ধমান- ৭১৩৩০৪

ফোন : 0341-2283020 / 3058

ওয়েবসাইট: bccollege.org

ই মেইল: bccollege.office@gmail.com

আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণকারীদের প্রস্তাবিত পত্রের সংক্ষিপ্তসার

অনুষ্ঠানসূচি

বেলা ৯.৩০: নাম নথিভুক্তকরণ : অংশগ্রহণকারী পূর্ণ সময়ের অধ্যাপকদের জন্য ৫০০ টাকা, অংশকালীন অধ্যাপক, অতিথি অধ্যাপক, এবং ছাত্র-গবেষকদের জন্য ২০০ টাকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৫০ টাকা।

বেলা ১০.০০: সেমিনার কক্ষে বক্তা, প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বরণ, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে অলোচনাচক্রের আনুষ্ঠানিক সূচনা।

বেলা ১০.২০: অধ্যক্ষ মহাশয়ের স্বাগত ভাষণ

বেলা ১০.৩০: IQAC –র সঞ্চালকের ভাষণ

বেলা ১০.৪০ : প্রথম অধিবেশন। সভামুখ্য ড.ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

বেলা ১০.৪৫: প্রথম বক্তা : ড. জয়গোপাল মণ্ডল, অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ,
বি.বি.এম.কে বিশ্ববিদ্যালয়, ধানবাদ,ঝাড়খন্ড

বেলা ১১.৩০: দ্বিতীয় বক্তা:ড. উৎপলমণ্ডল, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল

বেলা ১২.১৫ : মধ্যান্তর

বেলা ১.০০: দ্বিতীয় অধিবেশনও সমান্তরাল অধিবেশন।

বেলা ১.১০: তৃতীয় বক্তা: ড. শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান

বেলা ১.৫০: চতুর্থ বক্তা: ড. রীতা মোদক, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

বেলা ১.০০ : অংশগ্রহণকারী অধ্যাপক ও গবেষকদের পত্র উপস্থাপন
সভামুখ্য: ড. মোনালিসা দাস, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল

বেলা ৩.৪০: ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা – বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

বেলা ৪.০০: শংসাপত্র প্রদান

অধ্যাপক শ্রীমন্ত সরকার	ড. স্বপন কুমার দে	অধ্যাপক অমিতাভ মুখোপাধ্যায়	ড. ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়
সঞ্চালক, IQAC,	বিভাগীয় প্রধান,	আহ্বায়ক,	অধ্যক্ষ,
বি. সি কলেজ	বাংলা বিভাগ	সেমিনার কমিটি	বিধান চন্দ্র কলেজ

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে প্রতিফলিত মধ্যবিত্তের সংকট

অঙ্কিতা সাহা, বাংলা বিভাগ, স্নাতকোত্তর, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সময়ের ফল্গুধারায় বহমান মনুষ্য সমাজ, ডারউইনের অস্তিত্বের জন্য বেঁচে থাকার লড়াই করতে করতে ক্রমে দ্বিধারায় এবং পরবর্তীতে ত্রিধা বিভক্ত হয়। প্রথম দুই ধারা — নিম্ন ও উচ্চ বিত্ত শ্রেণি কিন্তু তৃতীয় যে শ্রেণির উদ্ভব এই সংগ্রামে ঘটেছে, সে সকল পাওয়া-না পাওয়ার মধ্যবর্তী অর্থাৎ তার অস্তিত্ব অনেকটা সীমান্তের কাঁটাতারের মতো; প্রয়োজনীয় অথচ কুদর্শন। সংকট, বিপন্নতা, অনিশ্চয়তা — এসবের টানাপোড়েনে গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণি।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের জগতে যেসব লেখকের নাম অনস্বীকার্য, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন গল্পকার দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৬৩ সালে *অশ্বমেধের ঘোড়া* নামে তাঁর লেখা পাঁচটি ছোটোগল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়। *স্বয়ম্বর সভা, প্রহরা, মৃতশহর, বসন্ত* এবং *অশ্বমেধের ঘোড়া* — এই পাঁচটি ছোটোগল্পই এতে সংকলিত হয়েছে। এছাড়া *জটায়ু, নরকের প্রহরী, হওয়া না হওয়া* — ইত্যাদি ছোটোগল্পেও বারবার মধ্যবিত্ত মননের সংকট, বাস্তবিক ঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতির মাধ্যমে জীবনে এগিয়ে চলার কথা বারবার প্রতিধ্বনিত হয়। ঘোড়া গতির প্রতীক হলেও মিথ বা পুরাণাশ্রিত নামকরণের আড়ালে গল্পের প্যালেটে লেখকের চিত্রায়িত মধ্যবিত্তের ক্ষত, দেহের পচা-গলা অংশে অস্ত্রোপচার করেও সুখে বেঁচে থাকার চেষ্টা না অভিনয়? — তার বিশ্লেষণই এ গবেষণা পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য।

'দ্বিজ' ও 'কানাকড়ি' : উত্তর স্বাধীনতা পর্বে মধ্যবিত্তের আত্মসংকট

অস্মিতা মিত্র, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ

দ্বিতীয় বিশ্বসমরোত্তর দুনিয়াতে এশিয়া আফ্রিকার নবজাগরণের পটভূমিতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্টে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি স্মরণযোগ্য। সে সময়ের ছোটোগল্পকারেরা এই দেশবিভাগের ধাক্কায় শেকড়-ছেঁড়া নোঙরহীন নৌকার মতো জগৎ ও জীবনকে, ব্যক্তি ও সমাজকে নতুন চোখে দেখেছেন। তাই স্বাধীনতা উত্তর ছোটোগল্পে বার বার এসেছে মধ্যবিত্ত সমাজ ও তাদের সংকটের কথা।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা ছোটোগল্প রচনার ক্ষেত্রে **সন্তোষকুমার ঘোষ** (১৯২০-৮৪) 'বহুমাত্রিক জীবনের ক্ষেত্রসন্ধানী' লেখক হিসেবে অন্যতম। তাঁর রচিত **'দ্বিজ'** ও **'কানাকড়ি'** ছোটোগল্প দুটি মধ্যবিত্তের মানসিকতা ও তাদের সংকটের দিকগুলিকে বিশেষভাবে সূচিত করে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের আত্মসম্মান রক্ষার অধিক সচেতনতাই তাদের বার বার সংকটের মুখে ফেলে। সে কারণেই **'দ্বিজ'** গল্পের ব্রাহ্মণ নিশিকান্ত প্রথমে যজমানী ছাড়া অন্য কাজে যুক্ত হওয়ার কথা ভাবতে পারেনি এবং পরে অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়ে কারখানার কাজে যুক্ত হলেও সে কথা যাতে কেউ জানতে না পারে সে বিষয়ে সচেতন থাকে। অন্যদিকে যে কাজের(পানের দোকানে কাজ) দ্বারা অন্নসংস্থান হচ্ছে সেই কাজকেই নয়নতারা ছোটো করে দেখে নিজের অজান্তেই নিজের স্বামীকে অপমান করেছে। মধ্যবিত্তের আত্মসংকটের এক বিশেষ রূপকেই গল্পকার তুলে ধরেছেন এই নয়নতারার মাধ্যমে।

পঙ্গু আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় ভিতরে ভিতরে সৎ মানুষ কিভাবে তথাকথিত 'নষ্টমানুষ' হয়ে যায় তারই গল্পরূপ **'কানাকড়ি'।** আত্মসম্মানবোধে অধিক সচেতন মন্মথ যেভাবে অর্থনৈতিক দুর্গতির কবলে পড়ে স্ত্রীর উপার্জনের পথে বাইরে বেরনোকে শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছে, সেক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত মন্মথের এক সংকটে সম্মুখীন হওয়ার কথাই সূচিত করে। তাই বলা যায় নিম্ন মধ্যবিত্তের শ্রেণী বদলের গল্পে **'কানাকড়ি'** সত্যই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

হারবার্ট : বিকল্প পৃথিবীর অন্বেষা

অয়ন মুখোপাধ্যায়, পি. এইচ. ডি. গবেষক, বিনোদবিহারী মাহাতো কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ

১৯৯০ এর দশক। বার্লিনের প্রাচীরের পতনের সঙ্গো সঙ্গো পৃথিবীতে ধ্বনিত হল এক নতুন সাম্রাজ্যবাদের দুন্দুভি। দ্বিমেরু বিশ্বের পতনে জন্ম হল আমেরিকা-কেন্দ্রিক একমেরু বিশ্বের। সমান্তরাল ভাবে, ভারতের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমূল বদল ঘটিয়ে গৃহীত হল '*নিউ ইকনমিক পলিসি*'। খোলা বাজার অর্থনীতির সেই আগমনী ধুনের সঙ্গো ভারতীয় মধ্যবিত্তের মধ্যে দেখা দিল প্রবল *অ্যাসপিরেসন* কিন্তু সেই প্রবল উচ্ছ্বাসকে চরিতার্থ করার কোনো উপায় তাদের কাছে ছিল না। তাই চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে তৈরি হল এক বিপুল ব্যবধান। সেই অবদমিত ব্যথাই জন্ম দিল এক অন্যতর বিক্ষোভের। সেই বিক্ষোভেরই আখ্যানকার নবারুণ। আর সেই প্রসঙ্গোই উঠে আসে *হারবার্ট*-এর কথা।

পরলোকের সঙ্গো সাক্ষাৎকার হোক বা মেম ফুর্তির ব্যবস্থা — সমস্ত ক্ষেত্রেই ক্রমক্ষীয়মাণ বনেদিয়ানা আর আগন্তুক বোহেমিয়ানার এক দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। মধ্যবিত্তের স্বভাবই হল প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গো আপোষ করে নেওয়ার আন্তরিক প্রয়াস। এই উপন্যাসেও সেই প্রয়াসের ছবি লক্ষ করা যায়। আর যখন সামাজিক অন্যায়, অপমানের হাতগুলো ক্রমশ আরো গলা টিপে ধরে; দেওয়ালে পিঠ ঠেকাতে বাধ্য করে তখন সেই আয়াসী মধ্যবিত্ত ও স্বপ্ন দেখে 'উলগুনানে'র। বিদ্রোহ করতে চায় প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তারই কথা যেন উপন্যাসে বুনে দেন নবারুণ। উপন্যাস শেষ করার পরও মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হতে থাকে — "বিস্ফোরণ কখন ও কোথায় ঘটবে; তা জানতে রাষ্ট্রযন্ত্রের এখনও অনেক বাকি আছে"। সেই বিস্ফোরণের আশাতেই বোধহয় নিত্যদিনের যাবতীয় ক্লিন্নতাকে অতিক্রম করে জীবনের গান গেয়ে চলে মধ্যবিত্ত সমাজ — আমি, আপনি, আরো অনেকে!

আকর গ্রন্থ

নবারুণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, কলকাতা : দেজ্ পাবিলিশিং, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১০।

'পূর্ণ অপূর্ণ': মধ্যবিত্ত জীবন সংঘাতে বেদনার অন্তহীন স্রোত

উজ্জ্বল প্রামাণিক

গবেষক, বি. বি. এম. কে বিশ্ববিদ্যালয়

ধানবাদ, ঝাড়খন্ড

মূলশব্দঃ সংঘাত, অপ্রাপ্তি, মধ্যবিত্ত, যন্ত্রণা, অসুখ।

স্বাধীনতা-পরবর্তী দশকে মধ্যবিত্ত জীবন সংঘাতের কথা উঠে আসে 'কিনু গোয়ালার গলি'(১৯৫০), 'বারো ঘর এক উঠোন'(১৯৫৩), 'চেনামহল'(১৯৫৩) প্রভৃতি উপন্যাসে। স্বাধীনতার পরবর্তী দশক লালিত স্বপ্ন ব্যর্থতা, বেকার সমস্যা, ভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শের ভেদ-এই সব বাইরের সংঘাত। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মধ্যবিত্ত বাঙালির হৃদয়ে- মনে দেখা গেল জীবন-সংঘাতের বেদনার অন্তহীন স্রোত। ছয়ের দশকে বিমল করের লেখা 'পূর্ণ অপূর্ণ'(১৯৬৭) উপন্যাসে একদিকে সময়য়ের সুস্পষ্ট ছাপ অপর দিকে মানুষের চিরকালের অপ্রাপ্তির অন্তর্বেদনা মূর্ত হয়ে উঠে। চরিত্রগুলি প্রত্যকে মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে উঠে আসা-সুরেশ্বর, অবনী, হৈমন্তী, নির্মলা প্রভৃতি। মধ্যবিত্তের আদর্শবাদ, নীতিবোধ -এসব কিছুর আবহে তাদের জীবনপ্রবাহে দেখা গেল প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির খেলা। বিশ্বাসহীনতাও এক মানসিক অসুখ। জীবনাদর্শের মতভেদের কারণে এক নারীর জীবনে দুই পুরুষের অবস্থান বা এক পুরুষ দুই নারীর প্রতি আসক্ত বিশ্বযুদ্ধ বাঙালি জীবনে নৈতিক অসঙ্গতি প্রবল ভাবে দেখা দিল। অবনী ভালবাসতে চেয়েছিল হৈমন্তীকে, কিন্তু অন্তর্গত বাধা, ললিতার পূর্বজীবনের স্মৃতি তাদের মিলনের পথকে প্রতিনিয়তই অমসৃণ করে তোলে। হৈমন্তীর প্রাপ্তিবোধের পরিসর বেশি নয়, সুরেশ্বরের বিপরীতে দাঁড়াবার রসদ সে খুঁজে পায় না। নির্মলাই শেষ পর্যন্ত জীবনে যতটুকু দেবার সুরেশ্বরকে দিয়েছে। এদের মাঝে হেম নিজের দুঃখকে নিজের জীবন দিয়ে দিনে দিনে চিনেছে। যন্ত্রণা, আঘাত, ব্যর্থতার পটভূমিতে মধ্যবিত্ত জীবন সান্ত্বনা খোঁজে। সুরেশ্বরের অভিমত-"আমি নিষ্ক্রিয় হয়ে বাঁচতে পারি না। অবিশ্বাস করে, দূরে সরে থেকে, পালিয়ে যদি বাঁচা যেত আমি বাঁচতাম।"

স্বাধীনতা পরবর্তী বাঙলা কথাসাহিত্যে মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের সঙ্কট (নির্বাচিত উপন্যাস অবলম্বনে)

নবজাগরণ থেকে শুরু হওয়া পরিবর্তন সামান্য কয়েক দিনের ব্যবধানে দুটি বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা লাভ, হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা, মন্বন্তর,দেশভাগসমেত জটিল থেকে আরো জটিলতর হয়েছিল। বাঙালি জীবনে যে এরপর মারাত্মক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে এর ফলে অনিবার্যভাবে স্যান্ডউইচ এর পুরের মতো সবচেয়ে চাপের মুখে পড়েছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত।

বাঙালি মধ্যবিত্তের এই অস্তিত্বের সঙ্কট কীরকমভাবে স্বাধীনতা পরবর্তী বাঙলা উপন্যাসে উঠে আসছে সেটাই হবে আমার মূল আলোচ্য বিষয়। এই পরিবর্তন উপন্যাসগুলির বিষয়ে, বিন্যাসে, আঙ্গিকে, কথনে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

আমার আলোচনার সূত্রে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের "চেনামহল" (১৯৫৩)উপন্যাসে একাধিক অবৈধ প্রেম এবং সেই প্রেমকে ঘিরে সমাজ মনস্কতা এবং সমাজের কাছে পাত্র পাত্রীর চূড়ান্ত পরাজয়, সমরেশ বসুর "বিবর" (১৯৬৫),"প্রজাপতি" (১৯৬৭)," পাতক" (১৯৬৯) উপন্যাসের নায়কদের অস্তিত্বের সঙ্কট এবং অপরাধমনস্কতা, শঙ্করের "চৌরঙ্গী"(১৯৬২) তে বিত্তনির্ভর সমাজে মধ্যবিত্তের টিকে থাকার লড়াই, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের " ঘুণপোকা"(১৯৬৭) উপন্যাসে আধুনিক নগর সভ্যতার মেকি ভাবের তাড়া খাওয়া মধ্যবিত্ত যুবক নায়কের অস্থিরতা, রমাপদ চৌধুরীর "খারিজ" (১৯৭৪) উপন্যাসে মধ্যবিত্ত আত্মকেন্দ্রিকতায় নিজেকে খোলসের মধ্যে ঢুকিয়ে মিথ্যে প্রশান্তি রচনা, "বীজ" (১৯৭৮) উপন্যাসে মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্ট, সমরেশ মজুমদারের "কালবেলা" (১৯৭৮)তে নকশাল আন্দোলন এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "পূর্ব পশ্চিম " (১৯৮৮-৮৯) উপন্যাসে দেশভাগ, উদবাস্তু সমস্যা,নকশাল আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, মুক্তি যুদ্ধ এবং তার মাঝে বাঙালি মধ্যবিত্তের অবস্থান, সুচিত্রা ভট্টাচার্যএর "কাচের দেওয়াল" (১৯৯৩) এ নব্য আধুনিকতার স্রোতে ভেসে যাওয়া মধ্যবিত্ত যুব সমাজকে দেখানোর চেষ্টা করবো।

নাম - মৌলিকা সাজোয়াল
বাঙলা বিভাগ
পি এইচ. ডি গবেষক
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন নম্বর: ৯৮০৪৬১৩৮১৬

সমরেশ বসুর ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত সমাজের সংকট

শুক্লা ব্যানার্জি

গবেষক, বাংলা বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান

ফোন :৯৪৭৪৬৯৯৫১১

ই-মেইল: suklabanerjeechumki@gmail.com

স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িকতার সংকট, শরণার্থী সমস্যা ইত্যাদির প্রেক্ষিতে মধ্যবিত্ত জীবনের সম্পূর্ণ চিত্র উঠে আসতে লাগল একাধিক লেখকদের কলমে। বিশ শতকের এই মধ্য পর্ব থেকেই বেশ কয়েকজন লেখকও বাংলা ছোটগল্পে নিজেদের প্রতিভার স্থায়ী আসন অর্জন করে নিয়েছেন। শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের অত্যন্ত মনোগ্রাহী চিত্র ফুটে ওঠে স্বাধীনতা উত্তরকালের সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের হাতে। সমাজের নিম্ন বৃত্ত, মধ্য বৃত্ত, উচ্চবৃত্তের সীমারেখা ভেঙে সমরেশ বসুর(১৯২৪-১৯৮৮ খ্রি) সাহিত্য মিশে গিয়েছে জনসাধারণের বৃহত্তর বৃত্তে। যে মধ্যবিত্ত জীবন রুক্ষতা নিয়ে, সমাজের অবহেলা নিয়ে তথাকথিত ভদ্র সমাজে চোখের আড়ালে থেকে যায়, যাদের আমরা এড়িয়ে যায় তারাই স্থান পায় সমরেশের মনে ও কলমে। মরা- পচা- গলা মানুষ নয়, এক জীবন্ত মানুষের খোঁজ করেছিলেন সমরেশ। তিনি ছিলেন নিম্নবিত্ত বাঙালি সমাজের এক পরিবারের সদস্য। মধ্যবিত্ত জীবনের শিল্পী সমরেশ বসু কিভাবে তার অভিজ্ঞতাকে শিল্পসত্য করে তুলেছিলেন, তাঁর বিভিন্ন ধরণের কয়েকটি গল্প আলোচনা করলে তার স্বরূপ বোঝা যায়।

মধ্যবিত্তের অর্থনীতির সংকট ও নারী পুরুষের ব্যক্তিত্বের সংঘাত বিচিত্র ভাব, ভাষা ও সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন সমরেশ বসু। মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে নানাবিধ ও পরিবর্তনের মধ্যে অন্যতম একটি দিক হল, তখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবার-জীবনে প্রবেশ করে এক সংকট সৃষ্টি করেছিল। সংসারের শূন্যতা, যন্ত্রণা ও অসহায়তা, মধ্যবিত্ত সমাজের এই সংকট আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে সমরেশ বসুর-প্রথম গল্প-সংকলন 'মরসুমের একদিন'- এর কয়েকটি গল্প, যথা 'পকেটমার',' জন্মান্তরের জগৎ',' পাতিহাঁস ','শহীদের মা' প্রভৃতির বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার মধ্যে দিয়ে দেখবো।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবন

গোপীনাথ দাস
। এম.এ.তৃতীয় সেমিস্টার,বাংলা বিভাগ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়,আসানসোল,পশ্চিম বর্ধমান

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে প্রবাদপ্রতীম ও প্রতিভাশালী ব্যাক্তিত্ব --এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।কিন্তু কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাইরে একজন কথাসাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় আছেন--যিনি আমপাঠকের কাছে কিছুটা অচেনা,অজানা।আমরা বলতে চাই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য ও সমাজভাবনার অন্তর্গত জগৎকে বুঝতে গেলে ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে পাঠ করা দরকার।উপন্যাসে সুভাষের উপস্থিতি আরো বেশি তীব্র,তীক্ষ্ণ।

সুভাষের উপন্যাসের কেন্দ্রিয় বিষয়ের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য।তাঁর ভাষায় 'যারা উপর আর নীচের মাঝখানে।...যাদের ছেলেরা হাসিমুখে জীবন দেয়।আবার ভাবের ঘোরে চলতে গিয়ে ভাবের ঘরে চুরি করতেও যাদের বাধে না।'সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণি।বস্তুত সঙ্কট বা টানাপোড়েন মধ্যবিত্ত শ্রেণী কিছুটা বেশি ভোগ করে--একথা বললে বোধ হয় খুব একটা ভুল বলা হবে না।বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের মতো সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসেও এই মধ্যবিত্তের সংকটের ছবি ধরা পড়েছে।আর মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ হওয়ার কারণে তিনি এই সঙ্কটকে তাঁর সাহিত্যে যথাযথ রূপ দিতে পেরেছেন।'হাংরাস' উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র দু'জন--নিম্নবৃত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা বাদশা এবং মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা অরবিন্দ।দু'জনেই হাঙ্গার স্ট্রাইকে রত।হাঙ্গার স্ট্রাইকে রত অবস্থাতেও অরবিন্দের কখনো মনে হয়েছে 'তার চেয়ে সব ভেস্তে দিয়ে বাড়ির ছেলে বাড়ি ফিরে যাই।'আবার পরক্ষণেই সম্বিৎ ফিরেছে 'ফিরে গেলে আমাকে আস্ত রাখবে ভেবেছেন?' 'কে কোথায় যায়' উপন্যাসে উপেন্দ্রনাথ (পুরোনো পার্টি কর্মী) রাশিয়া যাচ্ছেন চিকিৎসার জন্য।ট্রেনে দিল্লির পথে সঙ্গী হয় নববিবাহিত দম্পতি সহদেব আর তাতিয়া। আর আছেন ঢ্যাঙা গির্জা।মধ্যবিত্ত শ্রেণির সকলেরই কমবেশি সঙ্কট এই উপন্যাসে রয়েছে।এছাড়াও উপন্যাসের নামকরণটাও একটা সঙ্কটময়তার আভাস দেয়।আর এ সঙ্কট মধ্যবিত্ত শ্রেণির।'কমরেড কথা কও' উপন্যাসে ফুটে উঠেছে রাজনৈতিক অচলাবস্থা এবং সেইকারণে বিভিন্ন ব্যক্তিরও সঙ্কটময় পরিস্থিতি।এরকম প্রত্যেকটি উপন্যাসেই অস্থির সময়ের ছবি আঁকতে গিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্থিরতাকেও তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

বাদল সরকারের নাটক : অ-নাটকীয় মধ্যবিত্ত

বাংলা নাটকে মধ্যবিত্ত খুঁজতে গিয়ে নজরে আসবে নাটক সর্বাথেই মধ্যবিত্ত-লগ্ন। নাটককার-নাট্যকার, অভিনেতা-দর্শক সকলেই বড় অর্থে এই শ্রেনীভুক্ত। নাটকের চরিত্রশালায় উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত এসেছে - কিন্তু তাকে এনেছে, দেখেছে সেই মধ্যবিত্ত। নাটকের ভেতর দিয়ে যেমন মধ্যবিত্তকে বোঝার চেষ্টা করা যায়, তেমনি মধ্যবিত্তের বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়ে নাটক পড়ার চেষ্টা থাকলে মন্দ হয় না। বরং নতুন কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাটকে মধ্যবিত্ত এসেছ বিজন থেকে মনোজ-মোহিতে। নাটককারের উপলব্ধির তারতম্যে সেই মধ্যবিত্তের বিস্তারও অনেকটা। তবু বাদল সরকারের নাট্যে ' মধ্যবিত্ত ' চরিত্র হয়ে থাকে না শুধু, একটা ' তত্ত্ব ' হিসেবে উঠে আসে। বিষয় নয় শুধু, বিষয়ীর মনোভঙ্গিটিকেই খোলসা করে দেখায়। মধ্যবিত্ত'র ছকবন্দি গন্ডি থেকে বেরনোর তাগিদ স্বয়ং বাদলবাবুকে ' মঞ্চ ' থেকে ' অঙ্গন 'এ নিয়ে আসে।

আমরা দেখবো ১৯৬৫'এর সাড়াজাগানো ' এবং ইন্দ্রজিৎ ', ' পাগলাঘোড়া ' (১৯৬৭), ' শেষ নেই ' (১৯৭৩), ' বাকি ইতিহাস ', ' ত্রিংশ শতাব্দী ' - অর্থাৎ তাঁর থার্ড ফর্মে যাওয়ার পূর্বেকার সিরিয়াস নাটকগুলিতে কীভাবে বাংলা নাগরিক মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষা ও নৈতিকতার স্ব-বিরোধটিকে দেখাচ্ছেন। অস্তিত্বের সংকট থেকে উঠে আসা শূন্যতাকে উপজীব্য করে তুলেছেন। সর্বোপরি বিষাদে-বিস্বাদে, রঙহীন-ফ্যাকাসে 'অনাটকীয়' মানুষ হয়ে উঠছে মধ্যবিত্ত। সুখ-অর্থ-যশকে টার্গেট করতে গিয়ে নিজেরাই টার্গেট হয়ে যাচ্ছে! কীভাবে অর্থহীন প্রলাপ থেকে জীবনের সন্ধানে তিনি ভোমা'তে মিছিল'এ পৌঁছচ্ছেন। যদিও তাঁর সমকালীন নাটককারদের মধ্যবিত্ত চরিত্র রূপায়ণের সঙ্গে একটা তুলনামূলক আলোচনা চলে আসবে। তবু পন্য-বিশ্বে নাগরিক মধ্যবিত্তের করুণ ট্র্যাজেডি নির্মাণে বাদল সরকারের স্বরটি স্বতন্ত্র থেকে যাবে।

ড. গৌরাঙ্গ দন্ডপাট

সহকারী অধ্যাপক,

এস.বি.এস গভঃ কলেজ, হিলি,

দঃ দিনাজপুর।

ই-মেইল - gorabhaan@gmail.com

মোবাইল - ৯৬৪৭৪৭৯২৫৬

স্বাধীনোত্তর কালের বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের চেনামহল

স্বাধীনতা উত্তরকালের অন্যতম বাংলা ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র । তাঁর কথা সাহিত্যের আখ্যানে বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার সংকটের কথা এসেছে বারবার ঘুরেফিরে। তাঁর বিশিষ্ট উপন্যাস 'চেনামহল' এক মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনালেখ্য নিয়ে রচিত হয়েছে। কলকাতার এক একান্নবর্তী পরিবার । বহু সদস্যের বসবাস । তাদের দারিদ্র্য, বেকারত্ব, আর্থিক অসংগতি, স্বার্থের দ্বন্দ্ব -ইত্যাদি নানান কলহ-গুঞ্জনে পরিপূর্ণ চেনামহল । মধ্যবিত্ত পিতা অবনী মোহন --এম.এ. পাস পুত্র অরুনের বেকারত্ব , বাউন্ডুলে দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলে অতুলের অপ্রীতিকর আচরণ, বিবাহযোগ্যা মেয়ে প্রীতির চিন্তা , পরিবারের আত্মীয় পরিজনদের আত্মীয়তার বন্ধনে শৈথিল্য-- নানা আত্মিক জটিলতায় জীর্ণ হয়েছে । একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙ্গনের মর্মান্তিক হৃদয়-যন্ত্রণায় কাতর বিধবা বৃদ্ধা ভুবনময়ী বুঝতে পারেন না তিনি কাদের ভাগে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অরুণ সমকালীন মধ্যবিত্ত যুবকের প্রতিনিধি হয়ে দেখা দিয়েছে । চাকরি হারিয়ে সে বেকার। বেকারত্ব, তার পাশাপাশি বিধবা কবীর সঙ্গে অস্ফুট সমাজ অসমর্থিত সম্পর্ক ---সমাজ ধর্ম ও জীবন ধর্ম -এই দুইয়ের মিলিত পেষণে অরুণ 'জীবন্মৃত' । সব মিলিয়ে স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশের-- বিশেষত শহর কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবার গুলির জীবনচর্যার নানা স্তরে যে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল , তার জীবন্ত দলিল লিখিত হয়েছে 'চেনামহল' উপন্যাসের আখ্যান পরিসরের মধ্যে।

জসিমউদ্দিন মল্লিক

গ্রাম ও ডাকঘর : সনসত, বীরভূম

পিন- ৭৩১২৪০

ফোন নাম্বার: ৯০৬৪১৬৯০৮৯

ইমেইল: jasimsansat@gmail.com

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে মধ্যবিত্তের জীবন সংকটে 'বারো ঘর এক উঠোন'

অঙ্কিতা রায়

অতিথি অধ্যাপক

বিধান চন্দ্র কলেজ

আসানসোল – ৭১৩৩০৪

বাংলায় নবজাগরণের প্রভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত মননে যে পাঠস্পৃহা ক্রমশই দানা বেঁধে উঠেছিল স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে দুহাত ভরে তাদের সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করেছেন। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের মধ্যবিত্তের চিত্রটি সম্পূর্ণ অন্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পর বাঙালি জাতির জীবনে যে অভূতপূর্ব সংকট দেখা দিয়েছিল, বিত্ত নির্ভর সাহিত্য রচনার প্রবণতা সেখান থেকেই পরিলক্ষিত হয়। এরপর ১৯৩৯ – ৪৫ এর মধ্যে ঘটে যাওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনায় সংকটের চিত্রটি অন্যরূপ ধারণ করে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে ঠিকই কিন্তু এই একটি মাত্র তারিখ দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সাহিত্যের গতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কারণ স্বাধীনতা পরবর্তী সাহিত্যে তার পূর্ববর্তী ঘটনার ফলাফল স্বরূপ বাস্তব জীবনে তা কতটা প্রভাব ফেলেছে সেই প্রেক্ষাপটেই সাহিত্য রচনা হবে সেটাই স্বাভাবিক। স্বাধীনতা উত্তর মানেই আমারা কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের রচনায় দৃষ্টিপাত করি কিন্তু কল্লোলের লেখকরা ছাড়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে আরো নতুন নতুন লেখকদের রচনায় বাঙালি মধ্যবিত্তের একটি পরিপূর্ণ বিগ্রহ ক্রমেই পরিস্ফুট হতে লাগলো। তাঁদের মধ্যে যাঁর রচনায় সমসাময়িক সমাজ ও পরিবেশের অবক্ষয়ের চিত্রটি সব থেকে বেশি ধরা পড়েছে তিনি হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী। তাঁর 'বারো ঘর এক উঠোন' এই সংকটের সময়ের এক চরম দলিল। উপন্যাসের কাহিনিতে নাগরিক মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের যে সংকটের দিক গুলি ফুটে উঠেছে সেগুলি কি শুধুই আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিচার্য ? নাকি চরিত্র গুলির চারিত্রিক, মানসিক ও যৌনতাও অবস্থার বিপাকে পড়ে পর্যুদস্ত হয়েছে সেই বিষয়টিই, মূল পত্রে সামগ্রিক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কিভাবে তাঁর 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসটি সব দিক দিয়ে মধ্যবিত্তের সংকটের দলিল হয়ে উঠেছে তা-ই আমার আলোচ্য বিষয়।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ছোটগল্পে মধ্যবিত্তের দাম্পত্য-সংকট

দীপঙ্কর আরশ

বাংলা বিভাগ, বি. সি. কলেজ, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান

সারসংক্ষেপ

যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা প্রভৃতি পার করে মাতৃভূমি ব্যবচ্ছেদের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতা আমরা পেলাম তাতে ঘটল স্বপ্নভঙ্গ। সার্বিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়ালাম আমরা। কল্পনায় ফিকে হয়ে গেল তিরিশের দশকের শান্তি, স্বস্তি ও মন্থরগতির জীবন। বাঙালির জন্মান্তর ঘটল। অবসান ঘটল শরৎচন্দ্রীয় রোম্যান্টিক যুগের, কল্লোলীয় বোহেমিয়ান পালার, বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-মুগ্ধতার। নতুন যুগের কবি-সাহিত্যিকদের এবং গল্পলেখকদের লেখনীতে রূপ পেল সমকাল বাস্তবতা। রক্তনদী পার হয়ে মূল্যবোধের ভরাডুবির সাক্ষী থেকে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত দ্বিধাবিভক্ত সমাজ ও ব্যক্তিমানুষকে তাঁরা নতুন চোখে দেখলেন। সেই দেখাতে গল্পলেখকদের লেখায় আলোকিত হল মধ্যবিত্ত জীবনের আর্থিক ও সামাজিক সংকট চিত্র, সম্পর্কের নতুন মাত্রা। সেখানে ধরা পড়ল মধ্যবিত্ত বাঙালির দাম্পত্য-সঙ্কটের ছবি। যেমন- সুবোধ ঘোষের 'জতুগৃহ', অচিন্ত্যকুমারের 'কলঙ্ক', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কান্ডারী', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'কন্যা', গৌরকিশোর ঘোষের 'জবানবন্দি' প্রভৃতি। এই গল্পগুলির কোনো-কোনোটিতে(জতুগৃহ, কলঙ্ক) রয়েছে বিবাহ-বিচ্ছেদজনিত সমস্যা। সেখানে বিচ্ছেদ পরবর্তী সময়ে নায়ক নায়িকার সাক্ষাৎ ঘটেছে, অতীতে ফিরে যাওয়ার ভাবাবেগও তৈরি হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর কালের লেখকদের লেখনীতে তার প্রশ্রয় নেই। স্ত্রীর কাছে স্বামীর রোম্যান্টিক ভাবাকুলতা সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। কোনো কোনো গল্পে(জবানবন্দি, কান্ডারী) দেখা যায় ত্রিকোণ সম্পর্ক দাম্পত্যজীবনে জটিল আবর্ত সৃষ্টি করেছে। সেখানে কখনো নায়িকা নিরাপত্তা বা আশ্রয়কে জীবনের পাঠ হিসেবে গ্রহণ করেছে(কান্ডারী), আবার কখনো সে সব ছেড়ে জীবন-স্বাদের মাধুর্যকে এবং একই সঙ্গে যন্ত্রণাকে আপন করে নিয়েছে(জবানবন্দি)।

মধ্যবিত্ত সমাজের দাম্পত্য সম্পর্কের অন্তরালে অনেক ক্ষেত্রেই আসলে যে কতটা শুন্যতা, স্বাধীনতা পরবর্তী ছোটগল্প লেখকরা তা প্রবাহিত করে দিতে চেয়েছেন পাঠকের ধমনীতে। মূল উপস্থাপনায় সেই বিষয়ের উপর আলোকপাত করার প্রয়াস রয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তর নিম্নমধ্যবিত্তের সংকট: 'দ্বিজ' ও 'কানাকড়ি'

দোলন চ্যাটার্জী

অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বি. সি. কলেজ, আসানসোল, বর্ধমান

সংক্ষিপ্তসার

স্বাধীনতা পরবর্তী অবক্ষয় ও মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের বিপর্যয়ের পটভূমিতে যে সকল কবি-সাহিত্যিক লেখনী ধারণ করেছিলেন অবশ্যই তাঁদের মধ্যে 'কিনু গোয়ালার গলি'র লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ(১৯২০-১৯৮৪) বিশিষ্ট। ছোটগল্পের আঙ্গিকে আমরা তাঁকে পেয়েছি মধ্যবিত্তের বা নিম্নমধ্যবিত্তের সার্থক রূপকার হিসেবে। তাঁর স্বাধীনতা-উত্তর ছোটগল্পে বার বার এসেছে সেই সমাজ ও তাদের জীবনের নানামুখী সংকটের কথা। তাঁর বিভিন্ন গল্পে সেই পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে। 'দ্বিজ' ও 'কানাকড়ি' গল্পদুটি সেই পরিচয়েরই অন্তর্গত। প্রথম গল্পটির প্রধান চরিত্র নিশিকান্ত ছিন্নমূল যজমানী গরীব ব্রাহ্মণ। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে কলকাতায় এসে সম্মান রক্ষা করে জীবিকা নির্বাহই তার প্রধান সমস্যা। শেষ পর্যন্ত তাকে বাধ্য হতে হয় গোপনে কারখানায় কাজ করতে বা পানের দোকান খুলতে। উচ্চতর পেশা থেকে নিম্নতর পেশায় অবতরণ নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনে যে আত্ম-সংকট তৈরি করেছে তা নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন গল্পাকার। দ্বিতীয় গল্প 'কানাকড়ি'র নায়ক-নায়িকা মন্মথ ও সাবিত্রী স্বাধীনতা-উত্তর নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। তাদেরকে কেন্দ্র করে লেখক আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত ঐ শ্রেণির মানুষের জীবনধারণ ও জীবনযাপনের সমস্যা এবং মূল্যবোধের সংকটকে রূপায়িত করেছেন। বিশেষত আর্থিক সংকটের কারণে গল্পের নায়িকা সাবিত্রী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কীভাবে মানসম্মান হারিয়ে নীচের দিকে তলিয়ে যেতে বাধ্য হল, কীভাবে তার মূল্য কানা কড়ির মতোই হয়ে গেল গল্পাকার নিম্নমধ্যবিত্তের সেই সংকটকে অত্যন্ত সুচারু রূপে জড়িয়ে দিয়েছেন গল্পের শরীরে।

'দ্বিজ' ও 'কানাকড়ি'- সন্তোষকুমারের এই দুটি গল্পে স্বাধীনতা-উত্তর নিম্নমধ্যবিত্তের যে সংকটচিত্র বাস্তবতা পেয়েছে মূল আলোচনায় সেই বিষয়টির উপরই আলোকপাত করা হয়েছে।

বাদল সরকারের নাটকে মধ্যবিত্তের সংকট (নির্বাচিত)

শুভঙ্কর দে

এমফিল গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীনতা উত্তর সাহিত্যে কবিতা, গল্প, উপন্যাসে মধ্যবিত্ত জীবনের সংকটের কথা বলাই প্রধান রূপে দেখা দেয়। নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়। আধুনিক জীবনের জটিলতা, অসাম্য, শ্রেণিশোষণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করে এক সুন্দর সমাজ গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল নাটকে—বাদল সরকারের নাটকগুলি তার মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর নাটকগুলিকে ' অ্যাবসার্ড ' মূলক নাটক বলা হলেও সেই নাটকগুলিতেই দেখতে পাই যে সমাজের অগ্রগতির যে স্বপ্ন সমগ্র মানুষ বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতার আগে থেকেই দেখতে শুরু করে এবং যুদ্ধের শেষে সেই সব স্বপ্ন মুছে যায়। বাদল সরকার নাটক লিখতে শুরু করেন ১৯৫৮ সাল থেকে। প্রথমদিকের নাটকগুলি সেভাবে সমাজ ও পাঠক মনে সাড়া না ফেললেও দুঃখময় জীবনের আবর্তের কথা সেগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন- ' সলিউশন এক্স', ' বড় পিসীমা', ' রাম শ্যাম যদু'। ১৯৬৫ সালে তিনি লেখেন ' এবং ইন্দ্রজিৎ ' নাটক। যাতে দেখতে পাই, স্বপ্ন ভঙ্গের ছবি, বাতাসে বিক্ষোভ ও হতাশার গন্ধ, মানবজীবনের অনিশ্চয়তা, নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতার উৎকণ্ঠা। তারপর তিনি একে একে রচনা করেন-'বাকি ইতিহাস', ' পাগলা ঘোড়া', 'প্রলাপ', ' সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস'। আমি এই পাঁচটি নাটকের বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করেছি মধ্যবিত্ত জীবনের একাকিত্বের ছবি, অসংখ্য যুবক-যুবতীর ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা, পুঁজিবাদী, বড় ব্যবসায়ীদের দাপটে শ্রমিকদের মৃত্যুমিছিল। এইরকম পশ্চিমবঙ্গের এক যুবক ইন্দ্রজিৎ। কিন্তু সেই ইন্দ্রজিৎ এবং? তারপর কী? শুধুই শূণ্যতা।

দিব্যেন্দু পালিতের ছোটোগল্প : মধ্যবিত্তের সঙ্কটের আখ্যান

মূলত ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এ সময়ই আবার মধ্যবিত্তের ক্রমবিবর্তনের চরম সঙ্কটের কাল। এরা খুব বিত্তশালী নয় আবার একেবারে বিত্তহীন না। ১৯৪৩ এ মন্বন্তর, ১৯৪৫ এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪৬ এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, এরপর ১৯৪৭ এ স্বাধীনতা লাভ ও দেশবিভাগের ফলে সৃষ্ট হয় উদ্বাস্তু সঙ্কট। এসব ঘটনা মধ্যবিত্তের জীবনকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছিল। তাদের জীবনে দেখা দিয়েছিল নানা সঙ্কট ও বিপন্নতা।

দিব্যেন্দু পালিত এই আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক টালমাটাল সময়ের গল্পকার। তাঁর কথায় 'এক অর্থে সেটা ছিল মোহভঙ্গের সময়'। সামাজিক এই পটপরিবর্তন, অস্থিরতা ও অবক্ষয়ের ফলে মধ্যবিত্তের জীবনে দেখা দেয় দারিদ্র্য অনিশ্চয়তা, অস্তিত্বের সঙ্কট। মধ্যবিত্তের এই সঙ্কট মূল্যবোধের রূপান্তর , দোলাচলতা দিব্যেন্দুর একাধিক গল্পে রূপায়িত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'মাছ', 'গন্ধের আবির্ভাব', 'খেলা', 'তেজস্ক্রিয়' প্রভৃতি গল্পের নাম করা যায়।

মাছ(১৩৬৪) গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক সঙ্কট, নিরুপমার কঠোর পরিশ্রম তার বিয়ে না হবার মর্মান্তিক চিত্র বয়ন করেছেন দিব্যেন্দু পালিত। মধ্যবিত্তের আর্থিক, মানসিক সঙ্কটের কাহিনী 'গন্ধের আবির্ভাব' (১৩৮১) গল্প। সাতশো তেষট্টি টাকা মাইনের সেকশান ইনচার্জ পরিমল অসহায় মধ্যবিত্ত নাগরিক। দুই সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে পরিমলের সংসার। বিক্ষুব্ধ সময়, উদ্বাস্তু সমস্যা এবং আর্থিক সঙ্কটে জর্জরিত পরিমলের মানসিক বিপন্নতা গল্পকার নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেন। মধ্যবিত্তের বিভিন্ন সঙ্কটের নির্মম নিষ্ঠুর ও বাস্তব রূপ দিব্যেন্দু তাঁর নানা গল্পে অপুর্ব দক্ষতায় অঙ্কন করেছেন।

শর্মিষ্ঠা জোদ্দার,

সহকারী অধ্যাপিকা (বাংলা)

দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয় বনগাঁ

• 'চেনামহল':-এক মধ্যবিত্ত পরিবারের চেনা ছবি

শর্মী বন্দ্যোপাধ্যায়
(গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়)

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সাহিত্য রচনার অন্যতম বিষয় হয়ে ওঠে তৎকালীন মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন সংকটের কাহিনি। এই সময়ের অন্যতম লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সাহিত্যে নগরমুখী মফস্বলের ভাসমান মধ্যবিত্ত জীবন স্থান পেয়েছে। 'চেনামহল' এই রকম এক উপন্যাস যার পটভূমি কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবার। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে এইপরিবারের কর্ত্রী ভুবনময়ী ও তার পরিবারকে নিয়ে। পুত্রকন্যা সহ ভুবনময়ী একই গৃহে ভাড়া থাকেন। গৃহের সদস্য অনেক বেশী হওয়ায় একদিকে যেমন থাকার ঘর সীমিত, অন্যদিকে আর্থিক অবস্থাও অসচ্ছল। ভুবনময়ীর বড় দৌহিত্র অরুণ চাকরি হারিয়ে দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে আসে। শুরু হয় তার নতুন জীবন সংগ্রাম। কলকাতায় গৃহশিক্ষকতা করে জীবিকা নির্বাহ করে সে। এরই মধ্যে দেখা হয় করবীর সঙ্গে। সদ্য স্বামীহারা মেয়েটি শোক ভুলে ছেলে ও নিজের পরিবারের জন্য একইভাবে লড়াই করে।অপরদিকে অরুণের বিপরীতে ভাই অতুলকে দেখতে পাই, অতুল পরিবারের দায়িত্ব নিতে অক্ষম হলেও সামাজিক অনুশাসন উপেক্ষা করে নিজের থেকে বয়সে বড় স্বামী পরিত্যক্তা রমার দায়িত্ব গ্রহণ করে। পারিবারিক এইরকম সংকটের মধ্যে ভুবনময়ী পৌত্র বিজুর সঙ্গে দৌহিত্রী প্রীতির প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এদের সম্পর্ক সমাজ মেনে নেবে না জেনে প্রীতির বিয়ের রাতে বিজু আত্মহত্যা করে। বিজুর মৃত্যু যৌথ পরিবারে ভাঙন এনে দেয়। অরুণ মধ্যবিত্ত পরিবারের গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। তার বেকারত্ব ও মধ্যবিত্ত মানসিকতা পুত্রসহ বিধবা করবীকে বিবাহ করতে বাধা দেয়। নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর 'দ্বীপপুঞ্জ' নামক উপন্যাসের আলোচনায় বলেছিলেন "আমার কোন রচনাতেই অপরিচিতদের পরিচিত করবার উৎসাহ নেই। পরিচিতরাই সুপরিচিত হয়ে উঠেছে"। 'চেনামহল' এইরকম একটি পরিচিত মধ্যবিত্ত পরিবারের **জীবন**কথা।

‘অবতরণিকা’ ও ‘অভিনেত্রী’ : উত্তর স্বাধীনতা পর্বে নাগরিক মধ্যবিত্তের ‘চেনামহল’

➢ *সোমালি চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ*

উত্তর স্বাধীনতা পর্বে নতুন নাগরিক হয়ে ওঠা চাকুরীজীবী মধ্যবিত্তের জীবনের অনিশ্চয়তা-সংকট-সংঘাতই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের(১৯১৬-১৯৭৫) অধিকাংশ গল্পের মূল প্রেক্ষিত। তাঁর সব লেখা, ভাবনা, চরিত্রই রসদ সংগ্রহ করেছে পারিপার্শ্বিক ‘চেনামহল’ থেকে। দেশভাগ-দাঙ্গা-স্বাধীনতা-- ইতিহাসের এক বিশেষ কালপর্বে মধ্যবিত্তের নিস্তরঙ্গ সহজ সরল জীবনযাপন সহসা অবতীর্ণ হল সংকটের ঘূর্ণাবর্তে। আজন্ম লালিত সংস্কার ও মূল্যবোধের ভিত নড়ে গেল কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে। ‘অন্তঃপুর’ নামক ধারণাটির পরিবর্তন হয়ে গেল সহসা। ঘরের লক্ষ্মীকে তখন ঘরের প্রয়োজনে উপার্জন করতে বের হতে হল। এই পটভূমিতেই রচিত নরেন্দ্রনাথের দুই ছোটগল্প--- ‘অবতরণিকা’(১৩৫৬, আনন্দবাজার, পূজাসংখ্যা) ও ‘অভিনেত্রী’(১৩৫৭, যুগান্তর, শারদসংখ্যা)।

‘অবতরণিকা’ গল্পে স্বামী সুব্রত সংসারের প্রয়োজনে একদিন আরতিকে চাকরি করতে উৎসাহ দিয়েছিল। কিন্তু যখনই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আরতিকে আত্মমর্যাদা বোধের স্বাদ দিয়েছে, তখনই পুরুষের অহংবোধ আরতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখা যায়, নারীর নিজ পরিশ্রমে অর্থ উপার্জনের ক্ষমতাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চায় পুরুষ। মধ্যবিত্ত সমাজের দাবিটি যেন এই যে-- যতদিন যেভাবে সংসারের প্রয়োজন হবে ততদিন সেভাবেই মেয়েদের চাকরি করতে দেওয়া হবে।

দিকে দিকে তখন বিংশ শতাব্দীর মেয়েরা অভিনয়ের আদবকায়দা আয়ত্ত করে রুজি-রোজগারের পথ উন্মোচন করছে। ‘অভিনেত্রী’ গল্পের লাবণ্যও সাংসারিক অভাবের তাড়নায় স্বামীর বন্ধু অনিমেষের কথা মতো সিনেমায় অভিনয় করতে বের হয়। স্টুডিও-র সামনে সে মালতী মল্লিকের মতো অভিনয় করতে না পারলেও তৎকালীন প্রেক্ষাপটে পাওনাদারদের তাড়া তাকে সংসার জীবনে অভিনেত্রী বানিয়ে ছাড়ে। অভিনয়ের পর্দায় ব্যর্থ হলেও সংসারের পর্দায় তার অভিনয় অতুলনীয়।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী : বাঙালির মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট ও তাঁর সংবেদনশীল মন

সুরঞ্জন রজক
পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ
চলভাষ:- ৭০০১০৬৪৭৪৬
ই-মেল:- rajaksuranjan@gmail.com

:সংক্ষিপ্তসার:

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবনের ছবি ফুটে ওঠেছে, যেখানে নবজাগরণের ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা উপন্যাস, ছোটোগল্প প্রভৃতি বিষয় গুলির মধ্যে তা স্থান পেতে দেখেছি। মধ্যবিত্ত শ্রেনির নব-উন্মেষের মধ্য দিয়েই কোথাও যেন বাঙালি জাতির কণ্ঠে আধুনিকতার জয়ধ্বনি ঘোষিত হলেও জীবন সংকটের চালচিত্র অস্পষ্ট নয়। কথাসাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস 'বারো ঘর এক উঠোন'(১৯৫৫) -তে দরিদ্র ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শহরবাসী বাঙালির প্রাত্যহিক জীবন যন্ত্রনার চিত্র উঠে এসেছে। দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামার, মন্বন্তরের দিন ফুরিয়েছে। নারীত্ব, সতীত্ব, মাতৃত্বের সুকুমার প্রবৃত্তি ভেঙে পড়েছে। পুরানো মূল্যবোধ নষ্ট হয়েছে। মধ্যবিত্ত ঘরের বউ মেয়েদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছে কর্মের জগতে। বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের বারো ঘর মানুষ, বেলেঘাটার পারিজাত বস্তিতে উঠে এসে 'একই কুয়োর জল খায়'। বারো ঘর এক শ্রেনিতে পরিনত হয়। পার্কস্ট্রিটের বাঙালি সাহেব কে. গুপ্ত বলাই, মুক্তরাম স্ট্রিটের শিবনাথ, ও রুচি, প্রীতি, বীথি, কমলারা সকলেই এক শ্রেনিতে পরিনত হয়েছে। বেকার শিবনাথের শিক্ষয়িত্রী স্ত্রী এ জীবনকে চেনেন। কমলা নার্স চলে যায় বিবাহিত শিশিরবাবুর সঙ্গে।

প্রীতি, বীথিদের কাছে ধনীদের রক্ষিতা হওয়া সন্মানীয় পেশা বলে মনে হয়। যৌন রোগ আক্রান্ত সুধীরের সঙ্গে পালিয়ে যায় শেখর ডাক্তারের কন্যা সুনীতি। আবার খুনের আসামী ক্ষিতিশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জেরে গ্রেপ্তার হয় বেবি। সহ্য করতে না পেরে স্ত্রী সুপ্রভা আত্মহত্যা করে। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে পারিজাত নেমে পড়ে রাজনীতিতে। সমকালীন বাস্তবতা এ উপন্যাসকে একটা আলাদা জায়গা দিয়েছে। রমেশ এমন একটি চরিত্র যার মধ্য দিয়ে তার সবরকম অপরাধ ও দুর্নীতির সঙ্গে আপস করে বেঁচে থাকার চতুর পথটি জানা যায়। এই রমেশ শেষ পর্যন্ত নিজের ভাইয়ের হাতে খুন হয়। কে. গুপ্তর মেয়ে বেবি চরিত্রটির বিষম ট্র্যাজেডি ফুটে ওঠেছে। বস্তির প্রীতি-বীথির কৈশোর থেকে যৌবন এবং যৌবনকে ব্যবহার করে জীবিকা সন্ধানের মধ্যে এক সচেতন চাতুরী থাকলেও বেবি চরিত্রে শরীরকে ব্যবহার করার চাতুরালি নেই।

কথাসাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী শহরবাসী চাকুরীজীবি মধ্যবিত্তের নৈতিক অপচয়ের যথাযথ রুপ এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। তিনি মধ্যবিত্ত জীবনের ভয়াবহ সংকটের দিকটিও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। স্বাধীনতা উত্তর এই বিখ্যাত রচনায় যেন মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতি লেখকের সংবেদনশীল মন প্রতিফলিত হয়েছে। আর এখানেই তিনি বড়ো সাহিত্যিক হিসেবে পরিগনিত হয়েছেন।

"ঘুণপোকা" ; মধ্যবিত্তের সংকটের এক অনন্য আখ্যান

স্বাধীনতা (১৯৪৭) পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের পরিসর অনেকখানি বিস্তার লাভ করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই পাওয়া স্বাধীনতা ক্রমশ সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে বিফল হতে লাগল । বাড়তে লাগল কালোবাজারি, বেকারত্ব আর মন্দা । সাহিত্যেও উঠে এল মধ্যবিত্তের সংকট ।

বাংলা ছোটগল্পে এই লক্ষণ দেখা দিয়েছিল আগেই । উপন্যাসেও তা উঠে এল । আলোচ্য এমনই একটি উপন্যাস শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণপোকা' ।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্যাম, শ্যাম চক্রবর্তী । সে একটি ফার্মের ছোট সাহেব। হঠাৎ করেই সে বছরের মাঝখানে জুন মাসে চাকরি ছেড়ে দেয় । কারণটা যদিও এমন গুরুতর কিছু নয় । তার করা একটা ড্রইংয়ে ভুল থাকায় বড়সাহেব তাকে গাল দেয় । এতকাল ধরে বড়সাহেবের গালিগালাজ খাওয়া শ্যাম হঠাৎ করে যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠে । নিজের মূল্যবোধের সঙ্গে আর সে আপোষ করতে রাজি হয় না । জীবন কাটাতে চায় নিজের শর্তে । এই অসামান্য আখ্যানে পরতে পরতে জড়িয়ে আছে মধ্যবিত্ত সুলভ সংকট । যা বিশদে এই উপন্যাসে আলোচিত হবে ।

বিকাশ বর্মন

গবেষক, সিধু কানু মুরমু বিশ্ববিদ্যালয়,দুমকা

কথা – ৯৩৩২০৫০৪০৯/৯৪৭৪৭০০৪৪৯

E mail : bikashburman12@gmail.com

আত্মজা ও একটি করবী গাছ ঃ মধ্যবিত্তের আত্মসংকটের মর্মস্পর্শী চিত্র

মধ্যবিত্ত কথাটি প্রকৃতপক্ষে কোনো পরিবারের অর্থনৈতিক দিকটিকেই সূচিত করে। অর্থাৎ আর্থিক দিক থেকেই সৃষ্টি হয় এই শ্রেণিকরণ। যেসমস্ত মানুষ আর্থিক দিক থেকে উচ্চবিত্তের নিচে এবং নিম্নবিত্তের উপরে অবস্থান করে সমাজে তারাই মধ্যবিত্ত শ্রেণি রূপে চিহ্নিত। এই শ্রেণিভুক্ত মানুষদের মধ্যে কুণ্ঠাবোধ, আত্মসম্মানবোধ ভীষণভাবে সক্রিয় থাকায় তারা উচ্চবিত্ত বা নিম্নবিত্ত কোনো শ্রেণির সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে চলতে পারেনা। তাই এই পরিবারগুলির মধ্যে সৃষ্টি হয় নানারকম সমস্যা – যা কাহিনি রূপে স্থান পায় সাহিত্যের আঙিনায়।

১৯৪৭ সালের দেশভাগ সমাজের সকল স্তরের মানুষের উপর আঘাত হানার সাথে সাথে মধ্যবিত্ত পরিবারের সংকটকে আরো বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছিল। দেশান্তরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবারগুলিকে সম্মুখীন হতে হয় বিভিন্ন তিক্ত অভিজ্ঞতার। যার থেকে সৃষ্টি হয় মনুষ্যত্বের অবনমনের। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের সূচনালগ্নে আবির্ভূত প্রতিভাধর কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের সত্যসন্ধানী দৃষ্টিকে যা এড়িয়ে যেতে পারেনি। তাঁর সৃষ্ট "আত্মজা ও একটি করবী গাছ" গল্পে একজন অসহায় বৃদ্ধ পিতার মনুষ্যত্বের অবনমনের চিত্র স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পের আখ্যান অনুযায়ী একটি উদ্বাস্তু পরিবারের কর্তা হওয়ায় এই বৃদ্ধ মানুষটিকে নিজের পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বিক্রি করতে হয়েছে নিজেরই আত্মজার সম্ভ্রমকে কতকগুলি স্খলিত চরিত্রের যুবকের কাছে। আর নিজ দায়িত্ব পালনে অক্ষম এই দরিদ্র পিতা তার মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে সেই টাকায় সংসার চালাতে বাধ্য হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে বিশদে আলোচনা করা হবে।

দেবস্মিতা ব্যানার্জী

গবেষক, বাংলা বিভাগ

বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

চলভাষ : ৮৭৫৯১৭০৮৭০

মেল : debasmitabanerjee88@gmail.com

“নির্বাচিত কথাসাহিত্যের আলোকে নাগরিক মধ্যবিত্তের বহুমাত্রিকতার বিচ্ছুরণ”

লেখক পরিচিতি
সত্যজিৎ দত্ত
গবেষক
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ঠিকানা-
২নং মহিশীলা কলোনী
সাদাপুকুর, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০৩
মোবাইল-৯০৬৪৫৪৩৬৪৫, ৯৬১৪৪৮৮৮৫১ (Whats App),
ই-মেল – sdattamyname@gmail.com

সারসংক্ষেপ :- ‘মধ্যবিত্ত’ এই শব্দবন্ধটি আর্থিক মাপকাঠিতে বিবেচ্য হলেও সামাজিক দিক থেকে এই গোষ্ঠী একটি নির্ণায়ক গোষ্ঠী। আবার প্রধানত নগরকেন্দ্রিক হওয়ায় নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে। এই নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য হল ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্য, অহমিকা, আত্মতুষ্টি, ভোগপ্রবণতা, দ্বিচারিতা, মূল্যবোধহীনতা, বিষন্নতা প্রভৃতি। এই মধ্যবিত্ত সমাজের খুঁটিনাটির আধুনিক কথাকাররা হলেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ প্রমুখ। এই আধুনিক কথাকারদের কথাসাহিত্যেই নাগরিক মধ্যবিত্তের বহুমাত্রিকতার বিচ্ছুরণ।

সূচক শব্দ :- মধ্যবিত্ত, নাগরিক মধ্যবিত্ত, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, বহুমাত্রিক বিচ্ছুরণ।

বিষয়: স্বাধীনতা উত্তর বাংলা সাহিত্যে মধ্যবিত্তের সংকট

সংক্ষিপ্তসার: আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত নারীর সংকট

গবেষক: উৎসব চৌধুরী

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ ভরকেন্দ্র হল মধ্যবিত্তের সংকট – নানারকম জঁরের মধ্যে তার বিচিত্র প্রকাশ। আশাপূর্ণা দেবীর কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে সে যুগের মধ্যবিত্ত নারীদের নানাবিধ মনস্তাত্ত্বিক সংকট। এককালে পারিবারিক কাঠামো তথা সমাজের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে পুরুষতান্ত্রিক নির্দেশনামাকে নারীরা মান্যতা দিতে বাধ্য হতো, কিন্তু সমাজের সার্বিক আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে নারীর এতদিনকার নিষ্পেষিত মনও ক্রমে ক্রমে হয়ে ওঠে বিদ্রোহী। কেবল লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে হয়ে অপরের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করাই আর মেয়েদের একমাত্র লক্ষ্য ও মোক্ষ থাকে না, নিজেদের একান্ত নিজস্ব চাহিদার মূল্য দিতে চায় তারা। আশাপূর্ণা দেবীর কৃতিত্ব এখানেই – তিনি প্লটের খাতিরে নারীর অতিবিদ্রোহ দেখিয়ে পাঠকরঞ্জন করেননি, তার বদলে তাঁর যুগের উপযোগী করে চিত্রিত করেছেন নারীমনে ক্রমশ অরুণায়িত নবচেতনার আভাস ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার সংঘাতজাত সংকট।

আশাপূর্ণা দেবীর সুবিস্তৃত গল্পভুবন থেকে আমরা আলোচনার জন্য চয়ন করেছি 'বাছাই গল্প' নামক ছোটগল্প সংকলনটি। এই সংকলনের 'বরফজল' গল্পে আমরা দেখি – কীভাবে প্রখ্যাত লেখিকা হওয়ার সুবাদে দীপিকার 'বারমুখো' আচরণে ক্ষুব্ধ হচ্ছে তার পরিবার, এমনকী তার মেয়েরা। 'ক্যাকটাস' গল্পে কর্মজীবনকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ভারতীর বিচ্ছেদ ঘটে যায় স্বামীর সঙ্গে, যে বিচ্ছেদের ফলে তাদের একমাত্র সন্তানের শিশুমন এক তীব্র বিষাদে ডুবে যায়। 'প্রহরী' গল্পে বিধবা নন্দিতা বোসের প্রাণপণ মিথ্যাচারের মাধ্যমে বড়লোকি ঠাটবাট বজায় রাখার প্রবণতা অজান্তে সঞ্চারিত হয়ে যায় তাঁর মেয়ে পম্পার মধ্যে। এইভাবে একের পর এক গল্পে আশাপূর্ণা গড়ে তোলেন মধ্যবিত্ত নারীর সংকটময় ভুবনের ছবি।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। আশাপূর্ণা দেবী, *বাছাই গল্প* , কলকাতা: মণ্ডল বুক হাউস, চতুর্দশ মুদ্রণ, মাঘ ১৮১৫ বঙ্গাব্দ।

২। আশাপূর্ণা দেবী, *আর এক আশাপূর্ণা* , কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৯।

৩। তপোধীর ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *আশাপূর্ণাঃ নারী পরিসর* , কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০০।

প্রেরক: উৎসব চৌধুরী।

এম ফিল গবেষক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

স্থায়ী ঠিকানা: ৫/১, হেম চক্রবর্তী লেন, কদমতলা, হাওড়া – ৭১১১০১।

চলভাষ: 98744-51848.

ইমেল আইডি: utsavchowdhuryspeaking@gmail.com

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা সাহিত্যে মধ্য বিত্তের সংকট।

প্রথম প্রতিশ্রুতি ,সুবর্ণলতা, ও বকুল কথার তিন বিদ্রোহী নারীর অস্তিত্ব সংকট।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভেদাভেদ নির্বিশেষে বৈষম্যের বৃত্তের বাইরে অবস্থিত অভিজাত নারীরাও অস্তিত্ব সংকটের সুগভীর বেদনায় বিদ্ধ হয়েছে বারেবারে।রাষ্ট্রনৈতিক তথা সামাজিক বিবর্তনও এই যন্ত্রণার ক্ষতচিহ্নে প্রলেপ লাগাতে ব্যর্থ।ভারতীয় সাহিত্যের সুবিশাল প্রেক্ষাপট জুড়ে প্রত্যক্ষ করা দ্রৌপদি, সীতা,শকুন্তলার মত ক্লাসিক চরিত্র গুলিও বিপন্নতার জালে জর্জরিত হয়েছিল ও তাদের বিপন্নতা বোধের সামগ্রিক চিত্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সংস্পর্শে এসে ইতিহাসের পালাবদল ঘটিয়েছিল।মুসলিম সাহিত্যক্ষেত্রে আরাকান রাজসভার কাব্যে মালিক মহম্মদ জায়সীর হাতে অমরত্বে উন্নীত হওয়া রাণী পদ্মাবতী চরিত্রটিও মায়াবাদ এবং সুফীতত্ত্বের রূপকে বিপন্ন নারী চেতনা প্রবাহের উজ্জ্বল চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছিল।পাশ্চাত্য সাহিত্যেও চিত্রটা খুব একটা ভিন্নধর্মী একথা বলা যাবেনা।প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে সোফোক্লিসের অমর সৃষ্টি **ঈডিপাস** এর অন্যতম যন্ত্রণা দ্বগ্ধ চরিত্র জোকাস্টার ভাগ্যাকাশে নিয়তি যে বিপর্যয়ের বীজ বুনেছিল তা কালের প্রসারতার সাথে সাথে বিস্তৃতি লাভ করেছিল৷অন্যদিকে হোমারের হাতে সৃষ্টি হওয়া হেলেন চরিত্রটিও এক রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধের মধ্যস্থতাকারী রূপে অবস্থান করেছে৷

অনেকটা সময় বয়ে যাওয়ার পর স্বাধীনতার প্রাক মুহূর্তে কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানসকন্যাত্রয়ী আশালত কুমুদিনী,দামিনীর কন্ঠে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ টিকিয়ে রাখতে চাওয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কন্ঠধ্বনি শোনালেন৷স্বাধীনতা উত্তর নারীচরিত্র গুলিতে কালগত কারণে মহাকাব্যিক প্রসারতা ধরা না পড়লেও এদের মধ্যে দিয়েই সাহিত্যের নবদিগন্ত উন্মোচিত হল৷

নারীবাদী লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে যারা একটু স্বতন্ত্র ভাবে নতুন পাত্রে পুরনো খাদ্য পরিবেশনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজকে সমাদৃত করার চেষ্টা করলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী৷মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের স্নেহ-প্রেম-দুঃখময় জীবনের বাঁক থেকে উত্তরণের গল্প শোনালেন তিনপ্রজন্মের কাহিনীর মাধ্যমে, **প্রথমপ্রতিশ্রুতি**, **সুবর্ণলতা**, **বকুলকথা**-এর মাধ্যমে বাহিত হল জীবনের অর্থ খুঁজতে চাওয়া নারীদের বিদ্রোহী উপাখ্যান৷ তাঁদের,দাবি আদায়ের প্রচেষ্টা, অবদমিত সুপ্তবাসনা,সংযমী জীবনবোধ ,সমাজ বিমুখতা ও তা থেকে উত্তরণের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা৷প্রকৃতপক্ষে নিজের অন্তরে মুক্তি শিখার আগুন জ্বালিয়ে রাখা এই নারীদের অক্ষম সমাজ ব্যবস্থার হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার কাহিনিকে,যুগসন্ধির আলো আঁধার ভেদ করে ছুটে চলা নারী সত্বার উদ্দামতাকে সমাজ কুর্নিশ জানাতে পারেনি৷স্বাধীনতার উত্তরকালে দাঁড়িয়ে তাদের এই অব্যক্ত যন্ত্রণার সুর তাই আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক৷

জয়ন্ত নারায়ণ ভট্টাচার্য, বাণিজ্য বিভাগ,

বিধান চন্দ্র কলেজ৷

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: স্বাধীনতা উত্তর বাঙালি মধ্যবিত্তের স্বর সংকট ও স্বরান্তর

পঞ্চানন নস্কর, গবেষক,বিনোদবিহারী মাহাতো কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়।

"ডানদিকে রইনা আমি/ বাম দিকে রইনা আমি মধ্যিখানে রই।"মধ্যিখানে থাকা এই জীবনকুল আসলে মধ্যবিত্ত।স্বাভাবিকভাবেই মানবজাতির সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা "মধ্যবিত্ত" ব্যতিরেকে প্রায় অসম্পূর্ণ থেকে যায়।1755 খ্রি. ডেনমার্কের রাণী ক্যারোলিনই সম্ভবত প্রথম "middle class" শব্দটি ব্যবহার করেন।"মধ্যবিত্ত" শব্দটি থেকেই বোঝা যায় যে,এই শ্রেণির মানুষের "অতিবিত্ত" নেই,আবার বিত্তহীন ও নয়।

বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় উনিশ শতকে।এই সময় পর্বে বাঙালি মধ্যবিত্তের মানসিকতা বিবর্তিত হয়েছে নানা রাজনৈতিক,সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে।দুটি বিশ্বযুদ্ধ,সাতচল্লিশের দাঙ্গা, দেশভাগ,স্বাধীনতা,নকশাল আন্দোলন,আশির দশকে প্রযুক্তির উন্নয়ন,নব্বইয়ের বিশ্বায়ন বর্তমান মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজকে নতুন রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।মধ্যবিত্ত নাগরিকের নানা মানসিকতা,দ্বন্দ্ব,স্বরগ্রাম স্বাধীনতা পরবর্তী সাহিত্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়,দিব্যেন্দু পালিত,রমাপদ চৌধুরী,অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের কথাসাহিত্যে নানা বৈচিত্র্য নিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যকে ঋদ্ধ করেছেন যাঁরা,অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলম তাঁদের মধ্যে অন্যতম শক্তিমন্ত।তাঁর সাহিত্য রচনার সময়কালে আমরা দেখেছি স্বপ্ন দর্শনের পালা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে এবং তার ফসল হিসাবে দ্বান্দ্বিক গতিতেই উদ্ভূত হচ্ছে এমন এক ক্রাইসিস যা একান্তভাবেই বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসেরই ক্রাইসিস।অতীন তাঁর তীক্ষ্ণ লেখনীর মাধ্যমে তাঁর ছোটগল্পে নিয়ে এসেছেন স্বাধীনতা-উত্তর বাঙালি মধ্যবিত্তের আত্মিক রূপটিকে।মধ্যবিত্ত বাঙালি আত্মপ্ররোচনার মাধ্যমে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কীভাবে যাপন করছে তারই প্রকাশ দেখতে পাই তাঁর "আরোগ্য" ছোটগল্পে।

তাঁর গল্পগুলিতে উচ্চবিত্ত,মধ্যবিত্ত,নিম্নবিত্ত,দরিদ্র শ্রেণির পার্থক্য বড় করে চোখে পড়ে।মানুষের মনের সংকীর্ণ দরজা পেরিয়ে অর্থনৈতিক তথা সামাজিক ভাবনায় জীবনকে নতুনভাবে উপলব্ধি করেছেন তিনি।সারা বিশ্বজুড়ে কেবল অর্থনৈতিক সংকট নয়,মানসিক সংকটের প্রবল ঘূর্ণাবর্তে পড়ে জীবনের প্রচলিত মূল্যবোধের যে ভাঙন ধরেছে তারই মাপকাঠিতে ব্যক্তির নবমূল্যায়নের যথার্থ রূপকার তিনি।বিপর্যস্ত বাঙালি জীবনের বিক্ষোভের ছবি তাঁর ছোটগল্পে পাওয়া যায়।মধ্যবিত্ত বাঙালি মানসের চেতনার যে ক্লান্তি সেগুলিই আলোচ্য প্রবন্ধে দেখানো হবে।